আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, এনজিও ফোরাম, ময়মনসিংহ

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ময়মনসিংহের এনজিও ফোরাম মিলনায়তনে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরীর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয়করণ বিষয়ক ময়মনসিংহ বিভাগীয় আয়োজক কমটির আহ্বায়ক ও তৃনমূল উন্নয়ন সংস্থার খন্দকার ফারুক আহমেদ, এফএমবি'র ফারহানা মিল্কি, সিডিএফের পক্ষ থেকে পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের (আসপাডা) নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

তৃনমূল উন্নয়ন সংস্থার খন্দকার ফারুক আহমেদ উপস্থিত সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা জানান। তিনি আশা করেন এই কর্মশালা থেকে স্থানীয় এনজিওগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করেন। এফএমবি'র ফারহানা মিল্কি বলেন আজকের প্রচারণা বিষয়ক সম্মেলনে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখন এনজিও সেক্টরের জন্য একটু দুর্যোগপূর্ণ সময়, এই সময়ে কাজ করতে হলে আত্মমর্যাদা নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের (আসপাডা) নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রশিদ বলেন, সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি এনজিও সেক্টরকে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন এই কর্মশালা থেকে উদ্দীপনা ও জ্ঞান নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারলে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরীর উপস্থিত সবাইকে এনজিও, নাগরিক সমাজ, গ্রান্ড বারগেন, স্থানীয়করণ ও আত্মমর্যাদা বিষয়ক প্রচার অভিযানের পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তার বক্তব্যে তিনি ১৯৯৫ সালের 'Monterrei Convention' এর প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। তিনি বলেন

কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী

রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর পর পর মিলিত হন। প্রথমে তারা বলছিল উন্নয়ন শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিষয়। কিন্তু এখন তারা বলছে রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সোসাইটি-এনজিও তিনটি একসাথে কাজ করলে উন্নয়নটা হবে। এটাকে বলা হচ্ছে এইড এফেকটিভনেস থেকে ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেস। ২০০৫ সালের পর থেকে রাষ্ট্র ও বাজারের সাথে সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে সিভিল সোসাইটিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র ও বাজারের সাথে সাথে সিভিল সোসাইটির কাজ করার জন্য একটি প্লাটফর্ম গঠন করা হয়। এর নাম গ্লোবাল প্লাটফর্ম ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন (GPEDC)। বাংলাদেশ, উগান্ডা ও জার্মানির অর্থমন্ত্রী এই প্লাটফর্মের কো-চেয়ার। এর মূল উদ্দেশ্য এইড এফেকটিভনেস থেকে ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেসে রূপান্তর। ২০১৬ সালের ইস্তাম্বুলে গ্রান্ড বারগেন ঘোষণায় রাষ্ট্রের পাশাপাশি স্থানীয়করণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তিরি বলেন কর্মশালায় আলোচনা করা হবে, কেন রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সোসাইটির একসাথে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির ভোকাল হিসেবে কোস্ট ট্রাস্ট করা কাজ করছে। তিনি বলেন এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সোসাইটিকে উন্নয়নের জন্য সমান মর্যাদায় বিবেচনা করার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। বান কি মুনের উদ্যোগে ২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাবুলে গ্রান্ড বারগেইন নামে একটা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেখানে সবাই একটা বিষয়ে একমত হয় যে স্থানীয় এনজিও-সিভিল সোসাইটিকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

রেজাউল করিম চৌধুরীর বলেন, ‘এটি নতুন কোন নেটওয়ার্ক নয়, এটি এই বিষয়ের উপর প্রচারণা।’ তিনি সম্মেলনের কার্যপ্রণালী ও স্থানীয়করণ প্রচারণার সামগ্রিক পর্যালোচনা করেন।

ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান বলেন, ‘উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাউকে বাদ দেয়া যাবে না এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। একটা রাষ্ট্রের উন্নয়ন একটি গড় হিসেব, এর সমস্যা হল অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। তাই গ্লোবাল কনসেপ্ট হল, লোকালাইজেশন দরকার। আর আমাদের উন্নয়নে সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে তাই কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। উন্নয়ন কার্যকরী ও জনগণের

ময়মনসিংহ: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

কল্যাণে হতে হবে।' তিনি সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে এনজিওদের কাজ করার উপরে গুরুত্ব দেন।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা:

উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমুহের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমুহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

প্রেজেন্টেশন পরবর্তী আলোচনায় পিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক অঞ্জন কুমার চিসিম বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কি ধরণের প্রভাব পরতে পারে?' প্রসিচ এর নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, 'অনেক সময় ফান্ডের জন্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন দলের কাছে যেতে হচ্ছে, সরকারের আইন আছে এনজিওর কেউ রাজনীতি করতে পারবে না কিন্তু অনেকে দলের লোকের কাছে আমাদের যেতে হয়।' সমাজ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ এনামুল হক সকল রাজনৈতিক দলের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তার দ্বিমত জানিয়ে বলেন, 'সমাজের প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে অ-প্রগতিশীল বা অনগ্রসর রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারি না, তাই এক্ষেত্রে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এই যুক্ত করা যেতে পারে তাহলে রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জায়গাটা তৈরি হবে।'

জবাবে কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন আমার সরকারের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে চলি, বিশেষ কোন দলের সাথে সম্পর্ক থাকলে কার্যক্রমে নানা ধরণের সমস্যা হয়। তাই রাজনৈতিক দলের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকবে কিন্তু কোন দলের কর্মী হিসেবে কাজ করা উচিত নয়। বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য এটা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'আর সরকারের অনেকের কাছে আমাদের যেতে হয়, তারাও আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসেন। তার মারে এই নয় যে আমারা সেই রাজনৈতিক দল করছি।' কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, 'আমারা যে কাজ করছি সেটাও একটি রাজনীতি, আর রাজনীতি করা আর রাজনৈতিক দল করা এক নয়।' এর সাথে রেজাউল করিম যুক্ত করেন যে রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করা যেতে পারে কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের অংশ হয়ে কাজ করা উচিত হবে না। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন যে এই সুসম্পর্ক এনজিও কর্মীদের উপর নির্ভর করবে, আর একারণেই সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক দল উল্লেখ করা হয়েছে। কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল বলেন, 'আমরা পাবলিক সংগঠন, আমাদের সকল রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত করার শক্তি থাকতে হবে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হবো না। '

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরো ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grznd

Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরো কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা
২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান
৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা
৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা
৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা
৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা
৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা
৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা
১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা
এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

চার্টার ফর চেইঞ্জ: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ

বরকত উল্লাহ মারুফ তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা
৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা
৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা
৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া
৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :
৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

মুক্ত আলোচনায় রেজাউল করিম চৌধুরী সিভিল সোসাইটি অধিকার ও কর্মক্ষেত্র ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ভূমিকা আলোচনা করেন। আসিফ (বরিশাল) বলেন যারা বিভিন্ন এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করে নাই তাদের ব্যাপারে কি করা হতে পারে। জবাবে বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন এটি ধীরে ধীরে হবে। তিনি বলেন শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নের বাইরে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা বলেন। সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এখন যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসছে, এর দায় বাংলাদেশের না। এটা শেয়ার্ড রেস্পন্সিবেলিটি। কিন্তু এ ব্যাপারে দাতা সংস্থার কোন ঘোষণা নেই।

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার
▪ ট্রিকল ডাউন	▪ সমতাভিত্তিক বণ্টন
▪ স্বল্প মেয়াদী ফল	▪ দীর্ঘমেয়াদী ফল
▪ দাতা সংস্থা চালিত	▪ সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
▪ নারী সমতা	▪ জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা
▪ কর্মসংস্থান	▪ মর্যাদাপূর্ণ কাজ
▪ অরাজনৈতিক সেবা প্রদান	▪ রাজনীতিই ক্ষমতা

দলীয় কাজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় যাতে তারা আলোচনা করে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেন।

দল ১: গ্র্যান্ড বার্গেইন-লোকালাইজেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সর্বোপরি সরকারে নিকট আমাদের কি কি প্রত্যাশা আছে, তা

নিজেদের দলে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করা। এবং বড় দলে উপস্থাপন করে সবার মতামত নিশ্চিত করা।

দল ২: নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ও যাদের জন্য কাজ করছি তাদের প্রতি, দেশের আইন কানুনের প্রতি, এবং যারা তহবিল দিচ্ছে ও ব্যবস্থাপনা করছে (দাতা সংস্থা ও দাতাদেশের জনগণ, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও) তাদের প্রতি নিজেদের জবাবদিহি করার জন্য আমরা নুন্যতম কি কি করতে পারি। এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরো উন্নয়ন করা।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা · দলীয় কাজ

দল ৩: স্থানীয় এনজিও- সিএসওদের মাঝে সমন্বিত ঐক্য তৈরি করার জন্য কি কি করা যায়? একটি সমঝোতা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরো সমৃদ্ধ করা।

দল -০১ এর সুপারিশমালা:

১. সম্মান ও বিশ্বাস চাই
২. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার
৩. স্থানীয় সংগঠনের তহবিল দেয়া
৪. দাতা সংস্থা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা
৫. প্রজেক্ট প্রপোজাল ও প্রতিবেদন সহজতর করা
৬. যথা সময়ে প্রকল্প শুরু ও বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয়া
৭. দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হাতে নেয়া
৮. এলাকার চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প নেয়া
৯. দাতা সংস্থা স্থানীয় সংস্থা ও সুফলভোগীদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না

দল -০২ এর সুপারিশমালা:

১. সিটিজেন চার্টার থাকা
২. বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন
৩. হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন
৪. তথ্য অধিকার আইন প্রতিপালন করা
৫. বিভিন্ন নীতিমালা থাকা, মানব সম্পদ, জেন্ডার, প্রকিউরম্যান, শিশু সুরক্ষা ইমারজেন্সি প্লান ইত্যাদি।

৬. শেয়ারিং এবং প্লানিং থাকা
৭. সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা
৮. অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকা
৯. অংশগ্রহণমূলক ও অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

দল -০৩ এর সুপারিশমালা:

১. এনজিও-সিএসওর মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করা
২. এনজিও এবং সুশীল সমাজ স্থানীয় ইস্যুতে ঐক্যমত্যে পৌঁছে যৌথভাবে কাজ করা
৩. সুশীল সমাজ, সিএসও মিলে স্থানীয় ইস্যুতে প্রশাসনের মধ্যে মতবিনিময় এবং নিজেদের মতৈক্য বৃদ্ধি করা
৪. সুশীল সমাজ এবং সিএসওদের কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (অর্থনৈতিক) নিশ্চিত করা
৫. পরস্পরের প্রতি সম্মান ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা
৬. পরস্পরের রাজনৈতিক মতামতের উপর শ্রদ্ধা রেখে সহনশীলতার সাথে মত প্রকাশ এবং দলীয়করণ মুক্ত রাখা।
৭. সুশীল সমাজের কার্যক্রমে এনজিওগুলো অর্থ সহায়তা প্রদান করবেন

দলীয় উপস্থাপনার শেষে সমাপনী অধিবেশনে সকল জেলা থেকে আগত নারী নেতৃগণ মঞ্চে উপবেশন করেন এবং সারাদিনের কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষণ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

পরবর্তী আলোচনায় ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নূরুল আমিন কালাম বলেন, ‘উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যারা কাজ করছেন তাদের সমন্বয়ের জন্য আজকের এই আয়োজন। আর এই সমন্বয়ে আমারা আপনাদের পাশে আছি।’ জনউদ্যোগের সদস্য সচিব হাকিম বাবুল বলেন, ‘আমরা এনজিও বা সিভিল সোসাইটি ওয়েব সাইটে যদি আমাদের কাজগুলোর স্বচ্ছতা বজায় রাখ উচিত। অপরের জন্য স্বচ্ছতা চাই, নিজেরাও স্বচ্ছ থাকা উচিত।’ জেলা এফএমবির সদস্য মোফাজ্জেল হোসেন আলাল বলেন, ‘গ্রান্ড বারগেইন ও লোকালাইজেশন জানার মাধ্যমে আমাদের সংগঠন আগামী দিনে সুন্দর পথে যাবে এই প্রত্যাশা করি।’ জনউদ্যোগ নেত্রকোনার ফেলো শ্যামলেন্দু পাল বলেন, ‘আমার নেত্রকোনায় এই ধরণের উদ্যোগ নিয়ে বসবো, আর এই বিভাগ পর্যায়ের আলোচনায় আমরা জ্ঞান লাভ করবো সমৃদ্ধ হবো।’ এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক শিশিরকুমার রায় বলেন, ‘অনেকেই কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে আজকে পরিষ্কার ধারণা পেলো।’ তিনি সবাইকে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

মতামত

আদর্শ পল্লীউন্নয়ন সংস্থার মোহাম্মদ আব্দুল হাই বলেন, ‘আজকের এই ওয়ার্কশপ থেকে আমরা জানলাম যে, স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে শুধুমাত্র স্থানীয় এনজিও দায়বদ্ধ তা নয়, ডোনারাও দায়বদ্ধ।

মোহাম্মদ মুস্তাসিম বিল্লাহ

আদর্শ সামাজিক প্রগতি সংস্থার মোহাম্মদ মুস্তাসিম বিল্লাহ বলেন, ‘আইনে বলা আছে যে কোন মানবিক সংকটে যেখানে যে সংস্থা আছে তাদের দিয়েই কাজ করাতে হবে। কিন্তু দাতা সংস্থা সবসময় এই কাজটি করছে না। আমাদের দাবী হল, ছোট সংগঠন যারা এলাকাভিত্তিক কাজ করছে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের মাধ্যমে কাজ করা উচিত।’ তিনি আরও বলেন যে স্থানীয় সংগঠনের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হলে প্রকল্প শেষ হবার পরেও তারা যেকোনো সংকটে রেসপন্স করতে পারবে এমন কি তারা নিজের উদ্যোগেও কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও দাতা সংস্থা স্থানীয় সংকটের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন তিনি।

অঞ্জন কুমার চিসিম

পিসিসি’র নির্বাহী পরিচালক অঞ্জন কুমার চিসিম বলেন, ‘ডোনাররা সমসময় চায় তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমার কাজ করি, রিপোর্ট দেই। অথচ অনেক কাগজপত্রের ফরমায়েস কমানো যেতে পারে বলে আমি মনে করি। এতে করে সময় বাঁচবে, আর এই সময়ে আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক বা অন্য কোন কাজে আমরা দিতে পারবো।’ তিনি আরও বলেন যে এই কর্মশালায় এসেই তিনি বুঝতে পেরেছেন এই কথাগুলো বলার অধিকার তার আছে।

স্বাধীন চৌধুরী

সাংবাদিক স্বাধীন চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের ডোনারদের ঢাকাতে যে কান্ট্রি অফিসগুলো আছে সেখানে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারে। তাহলে আমাদের যে ছোট ছোট এনজিও আছে তারা সহজে সমন্বয়ের সুযোগটা পাবে।’

খন্দকার ফারুক আহমেদ

ময়মনসিংহের তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার খন্দকার ফারুক আহমেদ বলেন, ‘যখন ইংরেজি ভাষায় প্রকল্প আহ্বান করা হয়, তখন ছোট ছোট এনজিওর অনেকেই তা বুঝতে পারে না।’ তিনি বলেন এর ফলে ছোট এনজিওদের অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। যার ফলে অর্থ ও সময় অপচয় হয় এবং প্রজেক্ট সম্পর্কে তাদের ধারণাও কম থাকে। তিনি মনে করেন, বাংলায় প্রজেক্ট প্রোপোজাল লেখার ব্যবস্থা থাকলে স্থানীয় এনজিওর অনেকেই সেগুলো পেতো এবং তাদের জন্য বাস্তবায়নও সহজতর হতো।